আল্লাহ যাদের সাথে পরকালে কথা বলবেন না

সাঈদুর রহমান

শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালফিয়্যাহ

হাটাব-বীরহাটাব, বিরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

সম্পাদনা: আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

মাকতাবাতুস সালাফ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	০৪
আল্লাহর বাণী বিকৃতকারী ও মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারী	০৫
টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী	১৮
দান করে খোঁটা দানকারী	২৪
মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রেতা	২৬
বৃদ্ধ ব্যভিচারী	২৮
অহঙ্কারী ফকীর	৩২
মিথ্যাবাদী শাসক	৩৪
উদ্বৃত্ত পানি অন্যকে না দেওয়া	৩৫
ব্যক্তি স্বার্থে বাইআত গ্রহণকারী	৩৭
পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান	৩৮
পুরুষের বেশধারী নারী	৪৮
দাইয়ূছ (নিজ পরিবারে অশ্লীলতার প্রশ্রয়দানকারী)	৫০
কৃতঘ্ন স্ত্রী	৫৩
নেশাজাত দ্রব্য সেবনকারী	৫৭
সমকামী	৬১
স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাসকারী	৬৩

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজগতের নিয়ন্তা মহান আল্লাহর জন্য, যাঁর অপার অনুগ্রহে ও যাঁর দেওয়া রিযিক খেয়ে-পরে এখন অবধি জীবিত আছি- আলহামদুলিল্লাহ। দরূদ ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আল্লাহর প্রিয় হাবীব আমাদের ভালোবাসার পাথার, মরুর বুকে শায়িত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি।

'আল্লাহ তাআলা কাদের সাথে পরকালে কথা বলবেন না?' প্রিয় পাঠক, নামটি শুনে আঁতকে উঠলেন নাকি? মনে মনে ভাবছেন, যে আল্লাহ আমাদের এতো কিছু দিলেন! তিনি আমাদের সাথে কথা বলবেন না! হ্যাঁ, অবশ্যই মহান রব কিছু মানুষের সাথে পরকালে কথা বলবেন না। আমি জানি আপনি ভাবছেন আমিও কি এই সারিতে পড়ে গেলাম কিনা? আপনার মনের আঙিনায় যে ভীতি উঁকি দিচ্ছে তা দূর করতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

লেখালেখির ক্ষেত্রে যারা আমাকে আন্তরিকভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তাদের প্রতি রইলো কৃতজ্ঞতা। লেখালেখির ক্ষেত্রে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়; বরং ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহর কালামই শুধু নির্ভুল। বইয়ের কোথাও কোনো ভুল বা অসঙ্গতি বিচক্ষণ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে জানালে কৃতজ্ঞ হব। এই বই পড়ে একজন পাঠকও যদি দ্বীনের পথে ফিরে আসে বা কোনো পাঠকের বিবেকে নাড়া দেয়, তাহলে আমার সাধনা সার্থক হবে। আল্লাহ এই প্রয়াসটুকু কবুল করুন- আমীন!

বিনীত-

সাইদুর রহমান

আল্লাহর বাণী বিকৃতকারী ও মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারী

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবকে গোপন করে এবং স্বল্পমূল্যে তা বিক্রি করে; তারা তো শুধু আগুন দিয়ে তাদের উদর পূর্তি করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং (পাপ থেকে) তাদের পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি'।[১]

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও তাদের শপথকে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করে, তারা ঐ সকল লোক, পরকালে যাদের জন্য কোনো অংশই থাকবে না। আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না, (পাপ থেকে) পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি'।[২]

আমাদের সমাজে যত্রতত্র ভণ্ড অসাধু পীর-ফকীরের ছড়াছড়ি। শহর, বন্দর, পাড়া, মহল্লা, মফঃস্বল সর্বত্রই রয়েছে তাদের দরবার-খানকা। কিছু নামে শিক্ষিত মানুষও তাদের খপ্পরে আটকে পড়ছে। এই পীর-ফকীররা কুরআন হাদীছের অপলাপ করে হাতিয়ে নিচ্ছে অঢেল সম্পদ। তাদের প্রাচুর্যের স্তুপ গগনচুম্বী। এ সকল লোক প্রথম আয়াতের আওতাভুক্ত। যাদের সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন না।

---

১. আল-বাক্বারা, ২/১৭৪।

২. আলে-ইমরান, ৩/৭৭।

কিছু ভণ্ড হুজুরও এই আয়াতের আওতাভুক্ত। গণমাধ্যমের কল্যাণে প্রায়ই আমাদের চোখের সামনে তাদের নানা ভণ্ডামি ও অপকর্মের চিত্র উদ্ভাসিত হয়। কেমন পাগলের মতো লাফালাফি করে! সঠিক আয়াতকে বিকৃত করে মুরীদদের কাছে উপস্থাপন করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যায় এমন আয়াত গোপন করে। পাঠক মানসে বিষয়টি প্রস্ফুটিত হচ্ছে না। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করছি। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ 'ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা অবধি তোমার রবের ইবাদত করো'।[৩] 'ইয়াকীন' এর অর্থ হলো দুটি: দৃঢ় বিশ্বাস ও মৃত্যু। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾

'কোন জিনিস তোমাদেরকে সাকারে (জাহান্নাম) প্রবেশ করিয়েছে? তারা বলবে, আমরা তো ছালাত আদায় করতাম না, মিসকীনদের খাদ্য খাওয়াতাম না, সমালোচনাকারীদের সাথে মিলে সমালোচনা করতাম ও কিয়ামত দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম; এমতাবস্থায় আমাদের মৃত্যু চলে এসেছে। সুতরাং কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না'[৪]

এখানে 'ইয়াকীন' এর অর্থ হলো 'মৃত্যু'। পীর-ফকীর ও বিদআতী হুজুররা তাদের মুরীদদের বলে, 'ইয়াকীন অর্থাৎ বিশ্বাস আসা পর্যন্ত তোমাদের রবের ইবাদত করো। বিশ্বাস চলে আসলে আর ছালাত, ছিয়াম ও অন্যান্য ইবাদতের দরকার নেই'। তারা ইয়াকীনের অর্থ নিয়েছে 'বিশ্বাস'। অথচ তা সঠিক অর্থ নয়। তারা বলতে চায়- কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চেনে, তাদের মনগড়া নির্ধারিত কিছু যিকির করে, তাহলে আর কোনো

---

৩. আল-হিজর, ১৫/৯৯।

৪. আল-মুদ্দাছছির, ৭৪/৪২-৪৭।

ইবাদতের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু যেসব দলীল তাদের বিপক্ষে যায় এমন দলীলগুলো গোপন করে রাখো। মানুষের সামনে তুলে ধরে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾

'হে মানুষ! তোমার রবের সাথে সাক্ষাৎ করা অবধি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করো'।[৫]

আল্লাহ তাআলা কুরআনেই মৃত্যু অবধি ইবাদত করতে বলেছেন। আর তারা এই কুরআনেরই অপব্যাখ্যা করে মানুষকে ইবাদত থেকে ফিরিয়ে রাখছে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম যথার্থই বলেছেন, 'কুরআন হলো তোমার পক্ষের বা বিপক্ষের দলীল'।[৬] আল্লাহ তাআলা এই কুরআন দিয়ে এক সম্প্রদায়কে সমৃদ্ধির চরম শিখরে উন্নীত করেন এবং অন্য সম্প্রদায়কে ভূগর্ভে তলিয়ে দেন।

পাঠক, চিন্তার দরিয়ায় একটু অবগাহন করুন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব, যার পূর্বাপর সব পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। মানবগুণের সমাহার পূর্ণমাত্রায় তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তথাপি তিনি যাপিত জীবনে কখনো ছালাত ছিয়াম তরক করেননি। মৃত্যুর পূর্বেও তিনি দু'জনের কাঁধে ভর করে ছালাতে সমবেত হন। কোনো ছাহাবী জীবনে ইবাদত বর্জন করেছেন এমন নযীর আমরা পাই না। তাহলে কি ব্যাপারটা এমন দাঁড়ালো যে, পীরের মুরীদরা আল্লাহ কাছে ছাহাবীদের চেয়েও অধিক সম্মানিত? ছাহাবীদের মৃত্যু অবধি ইবাদত করতে হচ্ছে, আর তাদের হচ্ছে না! শুধু কিছু যিকির জপলেই হয়! অথচ নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার প্রজন্মের লোকেরা সর্বশ্রেষ্ঠ। এরপরে তৎপরবর্তী প্রজন্ম। এরপরে

---

[৫]. আল-ইনশিকাক্ব, ৮৪/৬।

[৬]. ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩।

তৎপরবর্তী প্রজন্ম’।[৭]

পীরেরা পীর মুরীদী ব্যবসা ধরে রাখার জন্য কুরআনের অপব্যাখ্যা করে। সাধারণ লোকদের কুরআন থেকে প্রমাণ দেখায় ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ‘ওহে যারা ঈমান আনয়ন করেছ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সংস্পর্শ গ্রহণ করো’।[৮]

এই আয়াত দিয়ে তারা তাদের রমরমা ব্যবসা ধরে রেখেছে। হাতিয়ে নিচ্ছে সাধারণ লোকদের শত সহস্র টাকা। আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

‘অনেক ধর্মযাজক ও সংসার বিরাগীগণ অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করে’।[৯]

বুঝা যাচ্ছে, অনেক জ্ঞানপাপী পার্থিব চাকচিক্যের মোহে কুরআনের আয়াত বিকৃত বরং বিক্রি করে। অনেক হুজুরকে দেখতে পাই সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে শহীদ মিনারে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছেন।

শিক্ষাজীবনের সূচনাকালে আমি এক বিদআতী মাদরাসায় লেখাপড়া করেছি। ক্ষণে ক্ষণে মীলাদ-মাহফিলের দাওয়াত আসত। এমন কোনো জুমআবার গত হয়নি, যে দিন মীলাদ-মাহফিলের দাওয়াত আসেনি। আমাদের উস্তাযগণ যে কয় টাকা বেতন পেতেন মাদরাসা থেকে, তার চেয়ে বেশি ইনকাম করতেন মীলাদ-মাহফিল থেকে। প্রতি জুমআবার ফজরের ছালাত শেষ করে সাত গ্রামের মানুষ জড়ো হতো। গ্রামের মেঠোপথ বেয়ে আবছা

---

৭. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৫২।

৮. আত-তওবা, ৯/১১৯।

৯. আত-তওবা, ৯/৩৪।

অন্ধকারে সবাই কবরের পাশে যেতাম। যে সকল যুবক পুরো সপ্তাহে ছালাতের ব্যাপারে ছিল বেখেয়াল, তারাও আমাদের এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করতো। কোনো একজন হুজুর হাত তুলে দু‘আ করতেন আর আমরা সবাই পিছন থেকে ‘আমীন, আমীন’ বলতাম। কবরস্থান থেকে ফিরেই ছুটতাম বিভিন্ন মসজিদে। মাইকে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতাম, মীলাদে দাঁড়িয়ে ‘ইয়া নবী সালামু আলাইকা’ পড়তাম। যোহরের পর ভালোমন্দ কিছু খেতে দিতো। এতেই আমরা চরম খুশি। ছাত্র জীবন! এর চাইতে বড় প্রাপ্তি আর কী! মীলাদে পড়ার জন্য আমাদের হুজুর রাসূলের নামে নিত্যনতুন কত যে দরূদ বানিয়েছেন তার কোনো ইয়াত্তা নেই। আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করুন এবং ওই শিক্ষককেও ক্ষমা করুন।

কোনো এক শুক্রবারের কথা। সময়টা ছিল সকাল নয়টা ছুঁইছুঁই। সাধারণত সকাল সকালই খতম পড়া হয়ে থাকে। গ্রামের মাতব্বরের বাড়িতে আমরা সবাই কুরআন খতম করতে যাই। বছর খানিক আগে নাকি মাতব্বরের বাবা পরলোকগমন করেন। তার রূহের মাগফিরাতের জন্যই এই আয়োজন। আমরা কুরআন পড়ছি তো পড়ছি। পড়তে পড়তে আমাদের মাঝে খানিকটা একঘেয়েমিভাব চলে আসে। তাই আমরা একে-অন্যের সাথে মজা-তামাশা করছিলাম। আমরা কী করছি, না করছি মাতব্বরের পরিবার এ ব্যাপারে বেখবর। অবশ্য হুজুরদের ব্যাপারে বকধার্মিক কিছু লোক নেতিবাচক ধারণা করলেও তারা আমাদের উপর যথারীতি ইতিবাচক ধারণাই করেছিল। ঘণ্টাখানেক পর একভদ্র লোক ‘সালাম’ দিয়ে হুট করে আমরা যেই কক্ষে কুরআন তেলাওয়াত করছিলাম তাতে ঢুকে গেল। ভদ্রলোকের আচমকা প্রবেশে আমরা খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে যাই। আমাদের হাসিখুশি মুখটাতে মুহূর্তে বিষাদের ছায়া ঝাপটা দেয়। তড়িঘড়ি করে আমরা সবাই আবার একটা কুরআন তেলাওয়াতের ব্যর্থ রব তুললাম। লোকটার দু’হাত ভর্তি ছিল বিভিন্ন আইটেমের ফল। হয়তো-বা আমাদের উদ্দেশ্যেই

আনা। যতই হোক আমরা তো হুজুর, তাই না? হরেক রকম আইটেমের নাস্তা সেরে আমরা চলে আসার জন্য উদ্যত হলাম। ইতোমধ্যেই ওই লোকটা আবার এসে হাজির। আমি মনে মনে বললাম, 'এই লোক তো মহা মুছীবত। বারবার আমাদের চমকিত করছে'। 'চোরের মন পুলিশ পুলিশ' এই তো আর কী! লোকটি এসে স্মিত হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে আমাদের হুজুরের সাথে কুশল বিনিময় করেন। ভদ্রতার বহিঃপ্রকাশ তার বাহ্যিক আচার বিধি থেকে আঁচ করা যাচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কথা বলার পর আচমকা প্রশ্ন ছুড়লেন আমাদের শিক্ষকের প্রতি।

'হুজুর, মনে কিছু নিবেন না। আমাকে ক্ষমা করবেন! আমার কয়েকটা প্রশ্ন ছিল, যদি আপনার আজ্ঞা হয়'। এমন হৃদয় নিংড়ানো আকুতিতে কে না গলবে, বলুন? পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী লোকের অন্তরও বিগলিত হয়ে যাবে। আমাদের হুজুরের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটলো না।

জি, বলুন।

'এই যে আপনারা মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কুরআন খতম করলেন, এর ছওয়াব কি মৃত ব্যক্তি আদৌ পাবে? আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে জানাতেন! আমার জানতে বড্ড মন চাইছে'।

আমাদের হুজুর ছিল শুধু হাফেয। আর শুধু হাফেয হলে কি কাজ হয়? গাধার উপর কাড়ি কাড়ি বইয়ের বস্তা রাখলে যেমন হয়। গাধা তো জানে না তার উপর কী রাখা হয়েছে। আমাদের হুজুর আমতা আমতা করে কিছু উত্তর দিলেন। শিক্ষিত লোকের কাছে কি আর কপটতা চলে? তিনি আবার প্রশ্ন ছুড়লেন, 'আমি তো শুনেছি কেউ যদি কুরআন খতম করে তার ছওয়াব মৃত ব্যক্তির নামে তা প্রেরণ করে তাহলে তা তার কাছে পৌঁছে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾

'মানুষ তো তা-ই পাবে, যা সে চেষ্টা করে'।[১০]

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না'।[১১]

নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও হাদীছে বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

'কোন ব্যক্তি মারা গেলে তিনটি আমল ব্যতীত সকল আমলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। চলমান ছাদাক্বা, উপকারী বিদ্যা ও নেক সন্তান, যারা সদা-সর্বদা তার জন্য প্রাণভরে দু'আ করে'।[১২]

আমাদের হুজুর তো এই লোকের দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের কারিশমা দেখে আকাশ থেকে যেন উপুড় হয়ে পড়লেন। তার দু'চোখ কপালে উঠলো যেন। কোনোভাবেই তার সাথে পেরে উঠলেন না। পরিশেষে একপর্যায়ে বলতে বাধ্যই হলেন, 'মূলত আমরাও জানি মৃত ব্যক্তির কাছে ছওয়াব যায় না। কিন্তু চলতে তো হবে, তাই না ভাই? যেই বেতন দেয়! এই বেতনে কি আর সংসার চলে?

লোকটি বললো, 'আপনি ঠিক বলেছেন। তবে কুরআন বেচে কেন খাবেন? আপনি যদি কুরআন বেচে চলেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা পরকালে আপনার সাথে কথা বলবেন না'।

'কী বলেন ভাই? সাংঘাতিক ব্যাপার তো! এখন থেকে আর কোনো দিন

---

[১০] আন-নাজম, ৫৩/৩৯।

[১১] বনী ইসরাঈল, ১৭/১৫।

[১২] তিরমিযী, হা/১৩৭৬।

মানুষকে প্রতারিত করে টাকা উপার্জন করবো না। প্রয়োজন হয় না খেয়ে থাকবো, তথাপি নিজ ঠিকানা জাহান্নামে করতে পারবো না’।

অনেক ছাত্র কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কুরআন পড়তো। কখনো দিনের সূচনালগ্নে সোনালী রবির ঝলমলে আলোর নিচে, কখনো বা আবার দিনের মধ্যাহ্নে কাঠফাটা রোদে দাঁড়িয়ে। একনাগাড়ে পড়ছে তো পড়ছে। শেষ করবার বালাই নেই। বিনিময়ে স্রেফ একশ’ টাকা পাচ্ছে। ‘যখন ঈদে মীলাদুন্নাবীর সময় ঘনিয়ে আসতো। মসজিদে মসজিদে মিষ্টি-সিন্নী দেওয়ার হিড়িক পড়তো। খেতে খেতে তো একেবারে অভক্তি চলে আসতো। ঈদে মীলাদুন্নাবীকে কেন্দ্র করে মসজিদ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হতো। রঙ বেরঙের বাতি, বাহারি আইটেমের গালিচা, নতুন মাইক, সাউন্ডবক্স আরো কত কী! কিছু মসজিদকে ধুয়ে মুছে রঙের প্রলেপ দেওয়া হতো। মসজিদকে সাজানো হতো নববধূর সাজে, যার গায়ে গাত্রে থাকে নানান প্রসাধনী। গ্রামের দুরন্ত ছেলেরা তারাবাজি, আতশবাজি আরো কত বাজি মারতো! সকাল আটটা নয়টায় মিছিল বের হতো। এই জনস্রোতে বলা হতো, ‘আজকে নবীর জন্মদিন, ঘরে ঘরে মীলাদ দিন’। কাড়িকাড়ি বিদআত দেখেছে এই দু’চোখ। কুরআনের অপব্যাখ্যাকারীদের হাল-হাকীকত অনুধাবন করেছে এই অন্তর। আল্লাহর অনুগ্রহে অবশ্য সঠিক দিশাও পেয়েছে।

সামনে শবেবরাত। বিদআত হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মাগরিবের পর গোসল করা, এশার পর হালুয়া রুটি, সারারাত জেগে একশ’ রাকআত ছালাত পড়া। ফজরের আযানের খানিক পূর্বে বিরিয়ানীর জন্য এই মসজিদ থেকে ওই মসজিদে দৌড়াদৌড়ি, হুড়োহুড়ি, পরদিন সবে মিলে ছিয়াম পালন করা। সবই নব আবিষ্কৃত বিদআত। হুজুররা এই মিষ্টি বিদআতগুলো করতো ভারি উদ্দীপনার সাথে। পরস্পর সহযোগিতা ও সহানুভূতিতার সাথে। দলীল দাঁড় করাতো কুরআন ও হাদীছ থেকে।